জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

০৫-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বিশেষ সভার কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতাংশ।

আলোচ্যসূচি নং-৪৬

"ডিসিপ্লিন বোর্ড" অধ্যাদেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা বিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন ও পরিমার্জন করে যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক হালনাগাদকৃত "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮" অনুমোদন বিবেচনা।

সিদ্ধান্ত ঃ

"ডিসিপ্লিন বোর্ড" অধ্যাদেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা বিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন ও পরিমার্জন করে যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক হালনাগাদকৃত "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮" অনুমোদন করা হলো (পরিশিষ্ট-১৫)।

স্বাঃ/-রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জাবি।

স্মারক সংখ্যা ঃ জাবি/রেজিঃ/কা.শা./ তারিখ ঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ-

১। রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জাবি, সাভার, ঢাকা।
২। ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর, জাবি, সাভার, ঢাকা।

(বি এম কামরুজ্জামান)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (কাউন্সিল)

পরিশিষ্ট- ১৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাভার, ঢাকা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান প্রণয়ণের লক্ষ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ধারা-৩৮ এর বিধানবলে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ণ করা হল।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ** এই অধ্যাদেশ "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮" নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহঃ** উদ্দেশ্য ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে এই অধ্যাদেশে-

ক. "ছাত্র-ছাত্রী" বলতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন/গবেষণারত শিক্ষার্থীদের বুঝাবে।

খ. 'শিক্ষক', 'কর্মকর্তা', 'কর্মচারী' বলতে যথাক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বুঝাবে।

গ. 'অসদাচরণ' বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বেআইনী, শাস্তিযোগ্য কোন কার্য বা আচরণ এবং সামাজিকভাবে অশোভন, অগ্রহণযোগ্য আচরণ এবং নিম্নোক্ত আচরণ/কর্মকাণ্ড ও অসদাচরণ বলে গণ্য হবে-

১) শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত কোন কার্য বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ, নিষেধ এর লংঘন;

২) দৃষ্টিকটু, প্রচলিত মূল্যবোধের পরিপন্থী, অশিষ্ট, ভদ্রতার পরিপন্থী আচরণ;

৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন ছাত্র/ছাত্রী, ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রী বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত কোন ছাত্র/ছাত্রীর প্রতি শারীরিক বা মানসিক পীড়াদায়ক আচরণ বা কর্মকান্ড;

৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যকোন ছাত্র/ছাত্রী/শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী/অন্যকোন ব্যক্তির প্রতি কটুক্তি, অশ্লীল, অশোভন, বিরক্তিকর আচরণ ও কর্মকান্ড;

ঙ. 'শৃঙ্খলা বোর্ড' বলতে এই অধ্যাদেশের ৪(২) ধারার আওতায় গঠিত শৃঙ্খলা বোর্ডকে বুঝাবে।

চ. 'শাস্তিপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে এই অধ্যাদেশের ৪ ধারায় বর্ণিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।

৩। শাস্তিঃ (১) শাস্তি ২ প্রকার হবে-

(ক) গুরুতর শাস্তি ;

(খ) লঘু শাস্তি ;

(২) গুরুতর শাস্তি নিম্নরূপ-

(ক) চিরতরে বহিস্কার;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদী বহিষ্কার;

(গ) সাময়িক বহিষ্কার;

(ঘ) ৫,০০০/- টাকার উর্ধ্বে যেকোন পরিমাণ আর্থিক জরিমানা;

(৩) লঘু শাস্তি নিম্নরূপ -

(ক) সর্বোচ্চ ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা,

(খ) সতর্কীকরণ;

৪। **শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষঃ**

(১) (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অসদাচরণের কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে উপাচার্যের বিবেচনায় উত্থাপিত অভিযোগের গুরুতর শাস্তি প্রদান উপযুক্ত মর্মে বিবেচিত বা প্রতিয়মান হলে তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি অথবা ক্ষেত্রমত এক বা একাধিক শিক্ষক/কর্মকর্তার সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারবেন। তিনি প্রক্টরিয়াল বডি অথবা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন শৃঙখলা বোর্ডে উপস্থাপন করে "সিন্ডিকেটের" মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন।

(খ) কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের দায়ে উপাচার্য এই ধারার উপধারা (ক) অনুযায়ী তদন্তের নির্দেশ প্রদান করলে, তিনি অভিযোগটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার বিবেচনায় অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে সাময়িক বহিষ্কারের আদেশ প্রদান করতে পারবেন ।

(গ) প্রক্টরিয়াল বডির প্রাথমিক প্রতিবেদন অথবা সংঘটিত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে উপাচার্য কোন একজন ছাত্র/ছাত্রীকে অসদাচরণ/শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সর্বোচ্চ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা এবং অথবা ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করতে পারবেন। এ জরিমানা এবং অথবা বহিষ্কারাদেশ পর্যাপ্ত মনে না করলে তিনি বিষয়টি শৃঙ্খলা বোর্ডে উপস্থাপন করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন।

(ঘ) শৃঙ্খলা ভঙ্গ কিংবা অসদাচরণের জন্য একজন হল প্রভোস্ট তাঁর হলের একজন ছাত্র/ছাত্রীকে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের জন্য বহিষ্কার এবং অথবা সর্বোচ্চ ২,০০০/- টাকা জরিমানা করতে পারবেন। প্রয়োজনে অথবা বহিষ্কারাদেশকে পর্যাপ্ত মনে না করলে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি উপাচার্যের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঙ) তদন্ত সাপেক্ষে একজন ছাত্র/ছাত্রীকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অসদাচরণের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করতে পারবেন।

(২) **(ক)** শৃঙ্খলা বোর্ড নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে-

১. উপাচার্য	- সভাপতি
২. প্রো-উপাচার্য/ প্রো-উপাচার্যগণ	- সদস্য
৩. কোষাধ্যক্ষ	- সদস্য
৪. সকল ডীন	- সদস্য
৫. রেজিস্ট্রার	- সদস্য
৬. সকল প্রভোস্ট	- সদস্য
৭. দু'জন সিন্ডিকেট সদস্য	- সদস্য
(যাঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ত নন)	
৮. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	- সদস্য
৯. প্রক্টর	- সদস্য-সচিব

বোর্ডের এক তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে কোরাম হবে।

(খ) পদাধিকারবলে সদস্য (ex-officio member) ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ ২৪ মাসের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। তবে তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন।

৫। **ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ বিধি** - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে নিম্নোক্ত আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে। বর্ণিত অনুশাসনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড ধারা ২(গ) এর অধীনে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে-

ক) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ নিজ হল থেকে পরিচয় পত্র দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ভর্তি হবার ১৫ দিনের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট হল অফিস থেকে পরিচয় পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। এ পরিচয় পত্র চাওয়ামাত্র তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্তৃপক্ষকে দেখাতে বাধ্য থাকবে।

খ) বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জাকসু, হল সংসদ, বিভাগীয় সংসদ/সমিতি এবং প্রক্টর/বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপ্রাপ্ত সংগঠন ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের কর্মতৎপরতা থাকবে না।

গ) কোন ছাত্র/ছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ধ্বংস বা তার ক্ষতিসাধন এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারবে না।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একক/যৌথ কিংবা দলবদ্ধভাবে কোন প্রকার অশ্লীল, অশোভন, অসামাজিক নৈতিকতা পরিপন্থী কিংবা দেশের প্রচলিত আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য এমন কোন আচরণ করা যাবে না।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, বিভাগ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে কোন জায়গায় Tease (টীজ)/র‍্যাগিং/নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

চ) (১) ছাত্র/ছাত্রী সম্পর্কিত সকল বিজ্ঞপ্তি হল, বিভাগ, ডীন অফিস, প্রক্টর অফিস, বিভিন্ন ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি ফলকে প্রদর্শন করা হবে এবং তাতেই বিজ্ঞপ্তিটি ছাত্র/ছাত্রীদের গোচরে আনা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি না পড়াকে বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

(২) হল/বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি ফলকে প্রভোস্ট/অফিস প্রধানের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন বিজ্ঞপ্তি লাগানো যাবে না।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুমোদিত সংগঠনের বাইরে অন্য কোন সংগঠনের বিজ্ঞপ্তি, ফলক কিংবা ব্যানার/ফেস্টুন/প্লাকার্ড ইত্যাদি টানানো বা প্রদর্শন করা যাবে না।

জ) কোন ছাত্র/ছাত্রী অন্য কোন ছাত্র/ছাত্রীকে শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারে গমনাগমনে এবং হলে প্রবেশ ও প্রস্থান অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক চলাচলের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

ঝ) প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া হল সাময়িকী/ হল দেয়াল পত্রিকায়, বিভাগীয় সভাপতির অনুমতি ছাড়া বিভাগীয় সাময়িকী/বিভাগীয় দেয়াল পত্রিকায় এবং উপাচার্য কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকী/বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল পত্রিকায় কোন লেখা প্রকাশ করা যাবে না।

ঞ) কোন ছাত্র/ছাত্রী অসত্য এবং তথ্য বিকৃত করে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ/প্রচার করা বা উক্ত কাজে সহযোগিতা করতে পারবে না।

ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা সমাপ্তির তিন দিনের মধ্যে হলের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে এবং গ্রন্থাগারে/বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীর বই (নিয়ে থাকলে) ফিরিয়ে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীরা পরীক্ষা সমাপ্তির সাত দিনের মধ্যে তাদের পরিচয়পত্র, চিকিৎসা ও গ্রন্থাগার কার্ড ফেরত দিয়ে নিজ নিজ আবাসিক হল ত্যাগ করবে। যারা এ বিধি অমান্য করবে তাদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ স্থগিত থাকবে।

ঠ) কোন ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থে জড়িত থাকবে না। ক্যাম্পাসে দোকান খোলা বা চালানো কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে দরপত্র দাখিলও এ বিধির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

ড) কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রশাসনিক/একাডেমিক উন্নয়নমূলক কাজে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কাজ কিংবা প্রাক-নির্মাণ বা নির্মাণাধীন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

ঢ) কোন ছাত্র/ছাত্রী রড/হকিস্টিক/লাঠি-সোটা/ অস্ত্র/আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান অথবা ঘোরা-ফেরা করতে পারবে না।

ণ) কোন ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কমিউনিটি বাসে যাতায়াত করতে পারবে না।

ত) কোন ছাত্র/ছাত্রী বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না। অনুমোদিত গাড়ির ক্ষেত্রে নির্ধারিত রুটের বাইরে নেয়া যাবে না।

থ) কোন ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর উদ্দেশ্যে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন অশ্লীল বার্তা বা অসৌজন্যমূলক বার্তা প্রেরণ অথবা উত্যক্ত করবে না।

দ) কোন ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস/বিভাগ/ইনষ্টিটিউট/আবাসিক হলে দেশী /বিদেশী মাদকদ্রব্য যেমন মদ, গাঁজা, ফেন্সিডিল, হিরোইন, ইয়াবা বা অন্য যে কোন ধরনের মাদকদ্রব্য পান/সেবন/ব্যবসা করতে পারবে না।

ধ) (১) কোন ছাত্র/ছাত্রী সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৫ টা এবং ক্লাস চলাকালে একাডেমিক এলাকায়/অনুষদ ভবনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার মাইকিং, ব্যান্ডপার্টিসহ শোভাযাত্রা অথবা অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ করতে পারবে না।

(২) কোন ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় কোন প্রকার মাইকিং, ব্যান্ডপার্টিসহ শোভাযাত্রা অথবা অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ করতে পারবে না।

(৩) কোন ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চাইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান (র‍্যাগ) আয়োজন করতে পারবে না। শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কর্মসূচীসহ যাবতীয় ব্যয় বরাদ্দের বাজেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষা

সমাপনী অনুষ্ঠান স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরুর পূর্বেই সমাপ্ত করবে। অন্যথায় ঐ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে না।

বিধিমালাঃ হল সংক্রান্ত

ন) হলে বসবাসরত ছাত্র/ছাত্রীকে রাত ১০ টার মধ্যে নিজ নিজ আবাসিক হলে ফিরে আসতে হবে এবং ভোর ৫ টার আগে আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া আবাসিক হল ত্যাগ করা যাবে না। হলের প্রধান ফটক বন্ধ হবার পর আগত ছাত্র/ছাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের সময় লিপিবদ্ধ করা হবে এমন একটি রেজিস্ট্রার খাতা হলসমূহের সমস্ত আবাসিক ভবনে আবাসিক শিক্ষকদের জিম্মায় থাকবে। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ফটক বন্ধ হবার পর হলে ফিরে আসবে তারা গেটে সংরক্ষিত রেজিস্ট্রার খাতায় তাদের নাম, ফেরার সময় এবং তারা যে জায়গায় গিয়েছিল সে জায়গার নামসহ বিলম্বে ফেরার কারণ লিপিবদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের অসত্য তথ্য প্রদান করা যাবে না। আবাসিক শিক্ষক প্রদত্ত তথ্য সন্তোষজনক বিবেচনা না করলে ছাত্র/ছাত্রীকে ডেকে কৈফিয়ত চাইতে পারবেন। দেরীতে প্রত্যাবর্তন নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাপারটি প্রভোস্টের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

প) হলে ভর্তি হবার পর প্রভোস্ট ছাত্র/ছাত্রীদের একজন আবাসিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দিবেন। ছাত্র/ছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে আবাসিক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করবে এবং তাদের নাম, শ্রেণি, ভর্তির তারিখ, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদি হল রেজিস্ট্রারে নিবন্ধীকৃত করে নেবে।

ফ) আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীকে প্রতিটি টার্মে/সেশনের শুরুতে প্রথম দিনেই হলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তারা প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকাকালে হলে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। ছুটির প্রতিটি আবেদন কিংবা পূর্বে অনুমোদিত ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন ছুটি শেষে কিংবা মূল ছুটি অতিক্রান্ত হবার একদিন আগে আবাসিক শিক্ষকের কাছে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। অসুস্থতার কারণে ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদনের সঙ্গে একজন বৈধ চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র এবং অভিভাবকের চিঠি থাকতে হবে।

ব) প্রভোস্ট/ওয়ার্ডেন/আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত ছাত্র/ছাত্রীদের কক্ষ পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না। কক্ষ পরিবর্তনের আবেদন আবাসিক শিক্ষকের নিকট করতে হবে।

ভ) (১) আবাসিক শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের দরখাস্তের ভিত্তিতে অভিভাবক কিংবা নিকট আত্মীয়দের প্রতিবারে একাধারে তিনদিন হলে অতিথি হিসেবে থাকার অনুমতি দিতে পারবেন। এ ধরণের ঘটনা আবাসিক শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে প্রভোস্টের গোচরে আনবেন। এ ধরণের ব্যক্তিবর্গকে অতিথি হিসেবে প্রভোস্ট একাধারে তিন দিনের বেশী সময় হলে অবস্থানের অনুমতি দিতে

পারবেন। উপযুক্ত বিধির আওতায় পড়েনা এমন ব্যক্তিরা প্রভোস্টের পূর্বানুমতি ছাড়া হলে অতিথি হিসেবে অবস্থানের অনুমতি পাবেন না। এ সব ক্ষেত্রে প্রভোস্ট কেবল সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই অতিথি হিসেবে অবস্থানের অনুমতি দিবেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(২) ছাত্রদের হলে প্রভোস্টের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন ছাত্রী/নারী প্রবেশ করতে পারবে না।

(৩) ছাত্রী হলে কোন ছাত্র/পুরুষ দর্শনার্থী/পুরুষ অভিভাবক প্রবেশ করতে পারবে না।

ম) প্রতি বেলার খাবারের মূল্য পরিশোধ করে (যা সময় থেকে সময়ান্তরে হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে) অতিথি কুপন ক্রয়ের মাধ্যমে অতিথিদের জন্য খাবার সংগ্রহ করা যাবে। এর জন্য কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা পূর্বে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

য) প্রভোস্ট কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ছাত্র/ছাত্রীরা ডাইনিং হলে তাদের আহার পর্ব সম্পন্ন করবে। প্রভোস্ট আহারের সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং আবাসিক শিক্ষকদের মাধ্যমে এমন কিছু বিধিমালা কার্যকর করবেন যা আহার-কক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য হিতকর বিবেচিত হবে। আহার কক্ষে এবং ক্যান্টিনে ছাত্র/ছাত্রীরা শিষ্ট আচরণ করবে। ছাত্র/ছাত্রী আহার কক্ষে বা ক্যন্টিনের তৈজসপত্র ইচ্ছে করে নষ্ট করলে নষ্টকৃত দ্রব্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ তাকে জমা দিতে হবে। আহার কক্ষ এবং ক্যান্টিন সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে ছাত্র/ছাত্রীরা তা হল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে পেশ করবে।

র) প্রভোস্ট/সংশ্লিষ্ট আবাসিক শিক্ষকের বিবেচনা ও অনুমতি সাপেক্ষে কেবলমাত্র অসুস্থতার কারণেই কোন ছাত্র/ছাত্রীর খাবার তার কক্ষে নিতে পারবে।

ল) প্রভোস্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি নেয়া হবে এবং সে সময় ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ নিজ কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে। উপস্থিতি নেয়ার সময় অনুপস্থিত ছাত্র/ছাত্রী আবাসিক শিক্ষকের পুর্বানুমতি না নিয়ে থাকলে তিনি এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হলে তিনি তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক শাস্তির ধরণ উল্লেখ করে বিষয়টি প্রভোস্টের নিকট পেশ করবেন।

শ) প্রভোস্টের অনুমতি ব্যতীত ছাত্র/ছাত্রীরা কোন ব্যক্তিগত ভৃত্য নিযুক্ত করতে পারবে না। হলে নিযুক্ত যে কোন ভৃত্যকে হল থেকে বের করে দেয়ার সম্পূর্ণ এখতিয়ার প্রভোস্টের থাকবে।

ষ) ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ নিজ কক্ষ সুবিন্যাস্ত এবং পরিষ্কার রাখতে হবে।

স) হলের বারান্দায় সাইকেল চালানো যাবে না।

হ) ডাইনিং/ক্যান্টিন কর্মচারীদের উপর কোন ছাত্র/ছাত্রী আক্রমণ, অশালীন আচরণ বা দৈহিক নির্যাতন করতে পারবে না।

ড়) আবাসিক হল অভ্যন্তরে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কোন ছাত্র/ছাত্রী অপর কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে, প্রভোস্ট কর্তৃক ওয়ার্ডেন/আবাসিক/সহকারী আবাসিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি তা তদন্ত করে দেখবেন এবং সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরূপ অভিযোগ লিখিতভাবে করতে হবে এবং তা প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হবে।

য়) প্রভোস্টের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ছাত্র/ছাত্রী হলে উৎসব/আপ্যায়নের (পার্টি/এন্টারটেইনমেন্ট) আয়োজন করতে পারবে না। হলে অন্য কোন ছাত্র/ছাত্রীর লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এমন চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা যাবে না ।

অঅ) (১) আন্তঃহল অনুষ্ঠান কিংবা সভা কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রভোস্টের (লিখিত/মৌখিক) পূর্বানুমতি সাপেক্ষেই করতে পারবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে কিংবা অন্যত্র কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ইই) হলের অনুষ্ঠান এবং সভার কর্মসূচী অনুমোদন এবং কি কি শর্তে এ ধরনের অনুষ্ঠান ও সভা করা যাবে তা নির্ধারণের এখতিয়ার প্রভোস্টের থাকবে। আন্তঃহল অনুষ্ঠান ও সভার কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সকল প্রভোস্ট অনুমোদন করবেন।

ঈঈ) এক হল থেকে বহিষ্কৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীকে অন্য কোন হলে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হবে না/যাবে না।

উউ) বিনা অনুমতিতে হলের কোন ছাত্র/ছাত্রী হলের কোন আসবাবপত্র নিজের কক্ষে/হেফাজতে রাখতে পারবে না।

ঊঊ) প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হলে থাকার ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে ছাত্র/ছাত্রীদের কক্ষ বণ্টন নতুন করে করা হবে। কক্ষ বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন থাকবে। প্রভোস্টের অনুমতি ভিন্ন কক্ষ বণ্টন প্রক্রিয়ায় কোন ছাত্র/ছাত্রী যুক্ত হলে তা ধারা ৩-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৬. ১) ধারা ৫ এ বর্ণিত আচরণবিধি লংঘনের ক্ষেত্রে উক্ত ধারা ৫ এর গ), ঘ), জ), ঞ), ঠ), ড), ঢ), ত), থ), দ), ভ), হ), ঈঈ) বিধি লংঘনের জন্য অসদাচরণের দায়ে অত্র অধ্যাদেশের বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৪/৭/১৪

২) ধারা ৫ এ বর্ণিত আচরণবিধির অন্যান্য বিধি লংঘনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক তদন্ত কার্যক্রম ছাড়াই ক্ষেত্রমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভোষ্ট, শিক্ষক, প্রক্টরিয়াল বডি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং আচরণবিধি লংঘনের দায়ে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে জড়িত ছাত্র/ছাত্রী-এর বিরুদ্ধে বহিস্কার এবং অথবা জরিমানার (অধ্যাদেশে বর্ণিত এখতিয়ার অনুসারে) আদেশ প্রদান করতে পারবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার উপধারা ২ এ বর্ণিত বিধান কোন অবস্থায় কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে উপাচার্যের নিকট অভিযোগ দায়ের করা হলে বা উপাচার্যের গোচরীভূত হলে এবং উপাচার্যের বিবেচনায় জরিমানার আদেশ যথোপোযুক্ত হয়নি মর্মে প্রতিয়মান হলে অসদাচরণের দায়ে কার্যক্রম গ্রহণে তা বাধা সৃষ্টি করবে না ।

৭. <u>তদন্ত প্রক্রিয়া</u> ঃ

ক) এক বা একাধিক ছাত্র/ছাত্রীর বিরূদ্ধে অসদাচরণের দায়ে কোন অভিযোগ প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট দাখিল করা যাবে। এইরুপ কোন অভিযোগ দাখিল হলে প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ধারা ৬(২) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য না হলে অভিযোগটি উপাচার্যের নিকট পেশ করবেন।

উল্লেখ্য যে, প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এক বা একাধিক ছাত্র/ছাত্রীর বিরূদ্ধে অসদাচরণের দায়ে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন মর্মে অনুভব করলে অভিযোগের সার-সংক্ষেপ উল্লেখকরত বিষয় সম্পর্কে জড়িত এক বা একাধিক ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপাচার্যের নিকট পেশ করবেন।

খ) এক বা একাধিক ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের দায়ে কোন অভিযোগ প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট দাখিল করা হলে এবং সেক্ষেত্রে অত্র অধ্যাদেশের ধারা ৬(২) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হলে

১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের/অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হলে, তিনি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে আনীত অভিযোগের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য প্রদানের জন্য ন্যুনতম ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। কারণ দর্শানোর নোটিশে আনীত অভিযোগের শাস্তির বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। প্রক্টরিয়াল বডি সুপারিশসহ প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট উপস্থাপন করবেন।

২) বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের প্রভোস্ট বরাবর কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে হলের অভ্যন্তরে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা/শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অসদাচরণজনিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে, তিনি হলের সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক শিক্ষক/অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত

সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিবেন। তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে আনীত অভিযোগের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য প্রদানের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। কারণ দর্শানোর নোটিশে আনীত অভিযোগের শাস্তির বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। তদন্ত কমিটি সুপারিশসহ প্রতিবেদন হল প্রভোস্টের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৩) বিভাগ/ইনষ্টিটিউট/অনুষদের সভাপতি/পরিচালক/ডীন বরাবর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে বিভাগ/ইনষ্টিটিউট/অনুষদের অভ্যন্তরে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা/শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অসদাচরণজনিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে, তিনি বিভাগ/ইনষ্টিটিউট/অনুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক শিক্ষক/অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিবেন। তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে আনীত অভিযোগের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য প্রদানের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। কারণ দর্শানোর নোটিশে আনীত অভিযোগের শাস্তির বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। তদন্ত কমিটি সুপারিশসহ প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগ/ইনষ্টিটিউট/অনুষদের সভাপতি/পরিচালক/ডীনের মাধ্যমে উপাচার্যের নিকট উপস্থাপন করবেন।

গ) ধারা-৪ এর ১ উপধারার বিধান অনুযায়ী নির্দেশ প্রাপ্তির পর প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি বা ক্ষেত্রমত শিক্ষক/কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে আনীত অভিযোগের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য প্রদানের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। কারণ দর্শানোর নোটিশে আনীত অভিযোগের শাস্তির বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘ) আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের পর অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শুনানীর সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং শুনানীর জন্য তারিখ ধার্য করত অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রদত্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রী লিখিত বক্তব্য প্রদান বা আত্মপক্ষ সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে লিখিত বক্তব্য গ্রহণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণের গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) ক্ষেত্রমতে তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর শুনানী গ্রহণ শেষে অভিযোগের সত্যতা আছে মর্মে প্রতিয়মান হলে এবং অভিযোগের ধরন অনুযায়ী গুরূতর শাস্তি আরোপ করা সমীচীন মনে করলে অভিযোগের সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করতঃ অভিযোগের দায়ে গুরূতর শাস্তির বিধান উল্লেখসহ অভিযোগনামা প্রস্তুতক্রমে অভিযুক্ত এক বা একাধিক ছাত্র/ছাত্রীর নিকট প্রেরণ করবেন এবং অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন।

চ) এক বা একাধিক অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রী প্রেরিত অভিযোগনামার বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করতে পারবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কমিটি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর শুনানী গ্রহণের জন্য তারিখ ধার্যক্রমে অভিযোগের আলোকে সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করবেন এবং অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য প্রদানে সুযোগ প্রদান করবেন।

ছ) অভিযোগের শুনানীর সময় অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রী বা ক্ষেত্রমতে অভিযোগকারী কর্তৃক শুনানী মূলতবী রাখার আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন অবস্থায় ৩ (তিন) কার্যদিবসের বেশী শুনানী মূলতবী রাখা যাবে না।

জ) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কমিটি কর্তৃক সাক্ষ্যপ্রমাণ ও অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য বা প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা শেষে মতামত সহ রিপোর্ট পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপাচার্য বরাবরে প্রেরণ করবেন।

ঝ) প্রভোস্ট, প্রক্টোরিয়াল বডি বা ক্ষেত্রমত শিক্ষক/কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কমিটি তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির পর অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। কোন কারণ বশত উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হলে তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনে উপাচার্য আরো ৩০ কার্যদিবস সময় বর্ধিত করবেন।

ঞ) কারণ দর্শানোর নোটিশটি অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ঠিকানায় এবং/অথবা বিভাগের ঠিকানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ডাক-ব্যবস্থায় বাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং সেক্ষেত্রে ডাক বইতে অথবা পত্রের অনুলিপিতে অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর নিতে হবে। অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রী বাহকের নিকট থেকে পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে কিংবা হল/বিভাগের নির্ধারিত ঠিকানায় অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া না গেলে হল প্রভোষ্ট/বিভাগীয় সভাপতি তা হল/বিভাগের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেবেন এবং এভাবে বোর্ডে নোটিশ টাঙ্গানোকে নোটিশের যথার্থ জারীকরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত ছাত্র/ছাত্রীর ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সময় ফরমে থাকা বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানায় প্রাপ্তি স্বীকার স্লিপসহ রেজিস্টার্ড (Registared with AD) ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করা হবে। ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশের গৃহীত স্লীপ ফেরত আসলে/গৃহীত হয়নি মন্তব্যসহ পত্র ফেরত আসলে নোটিশের যথার্থ জারীকরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ বা স্লীপ ১৪ দিনের মধ্যে ফেরত না আসলে নুন্যতম একটি জাতীয় দৈনিকে নোটিশটি প্রকাশ করতে হবে।

ট) প্রেরিত নোটিশ অভিযুক্ত কর্তৃক গৃহীত হলে/যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বনে নোটিশ গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হলে অথবা সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত ছাত্র/ছাত্রীর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে প্রেরিত

নোটিশের গৃহীত স্লীপ ফেরত আসলে/গৃহীত হয়নি মন্তব্যসহ পত্র ফেরত আসলে অথবা জাতীয় দৈনিকে প্রকাশের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব পাওয়া না গেলে অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন বক্তব্য নেই বলে ধরে নেয়া হবে এবং তার বক্তব্যের অনুপস্থিতিতেই শৃঙ্খলা বোর্ড/গঠিত তদন্ত কমিটি তার বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করতে পারবে।

ঠ) উপাচার্য উক্তরুপ রিপোর্ট প্রাপ্তির পর বিষয়টি শৃঙ্খলাবোর্ডে উপস্থাপন করবেন এবং শৃঙ্খলাবোর্ড অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কমিটি কর্তৃক শুপারিশকৃত শাস্তি প্রদানে একমত হলে বা ভিন্নতর শাস্তি প্রদানে মতামত প্রদান করলে শাস্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সিন্ডিকেট সভায় তা উপস্থাপন করতে হবে এবং সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮। অত্র অধ্যাদেশের ৬ ধারার ২ উপধারা মতে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে ধারা-৭ এ বর্ণিত তদন্তানুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। তবে প্রভোষ্ট, প্রোক্টরিয়াল বডি বা ক্ষেত্রমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ৬(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করলে, সেইরূপ অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের জন্য বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন এবং এরূপ তদন্তের ক্ষেত্রে উত্থাপিত বিষয়ে অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে ৩ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করতে পারবেন এবং অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর শুনানী গ্রহণ করত অভিযোগের সত্যতা না পাওয়া গেলে অভিযোগটি খারিজ করবেন বা ৬(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। পুনঃর্বিবেচনা- ১) ধারা-৩ অনুযায়ী কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে, সংক্ষুব্ধ ছাত্র/ছাত্রী শাস্তির আদেশের বিরূদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে পুনঃর্বিবেচনার জন্য সভাপতি, সিন্ডিকেট বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করতে পারবেন।

২) সিন্ডিকেট এই ধারার উপধারা ১) অনুযায়ী কোন পুনঃর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্ত হলে বিষয়টি পুনঃর্বিবেচনা করত ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং সিদ্ধান্তের একখানা কপি পুনঃর্বিবেচনার আবেদনকারীকে প্রদান করবেন।

১০। আপীল- ১৯৭৩ সালের জাহাঙ্গীরনগন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী মহামান্য চ্যান্সেলর বরাবরে অত্র অধ্যাদেশের ৩ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করবেন।

১১। **বিবিধ ঃ**

১) এই অধ্যাদেশের কোন কিছুই কোন ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক সংঘটিত ফৌজদারী অপরাধের জন্য দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বারিত করবে না।

২) Act বা Statute-এ বর্ণিত নিয়ম কানুন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য যে কোন অধ্যাদেশ বা বিধিমালার সাথে এ অধ্যাদেশে বর্ণিত বিধিমালার সংঘর্ষ ঘটলে সেক্ষেত্রে এ অধ্যাদেশের বিধিমালাকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

৩) ক্ষেত্রমতে প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন রোধে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক WRIT PETITON NO. 8769 OF 2010-এ মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত সেল কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম, তদন্ত প্রক্রিয়া এবং প্রদত্ত সুপারিশ এই অধ্যাদেশ দ্বারা প্রভাবিত হবে না এবং কোন মতেই বাধাগ্রস্ত/বারণ করবে না। উক্ত সেল কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ শৃঙ্খলা বোর্ডে উপস্থাপনের পর প্রচলিতভাবে সিন্ডিকেট কর্তৃক কার্যকর করা যাবে এবং সে ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের কোন নিয়ম সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হবে না।

২৮/০২/১৮
(অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন)
প্রো-উপাচার্য
সভাপতি

২৮/২/২০১৮
(জনাব আবু বকর সিদ্দিক)
রেজিস্ট্রার
সদস্য

(অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান)
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
সদস্য

২৮.০২.১৮
(অধ্যাপক ড. মো. খবির উদ্দিন)
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
সদস্য

২৪/৫/১৮
(অধ্যাপক ড, তপন কুমার সাহা)
প্রক্টর ও সদস্য-সচিব

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

১৮-০৯-২০২২ তারিখ বিকেল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বিশেষ সভার কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতাংশ।

আলোচ্যসূচি নং-৪৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ-২০১৮-এর ১১ (৩) নং ধারার প্রস্তাবিত সংশোধন বিবেচনা।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ-২০১৮-এর ১১ (৩) নং ধারার প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন করা হলো (পরিশিষ্ট-১৪)।

স্বাঃ/-রেজিস্ট্রার (চুক্তিভিত্তিক), জাবি।

স্মারক সংখ্যা ঃ জাবি/রেজিঃ/কা.শা./৪৮(৫) তারিখ : ২৬-০৯-২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ-

১। রেজিস্ট্রার (চুক্তিভিত্তিক), জাবি, সাভার, ঢাকা।
২। প্রক্টর, জাবি, সাভার, ঢাকা।
৩। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা), রেজিস্ট্রার অফিস, জাবি, সাভার, ঢাকা।
৪। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন), রেজিস্ট্রার অফিস, জাবি, সাভার, ঢাকা।
৫। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সাধারণ প্রশাসন শাখা), রেজিস্ট্রার অফিস, জাবি, সাভার, ঢাকা।

(ড. বি এম কামরুজ্জামান)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (কাউন্সিল)

পরিশিষ্ট- ১৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮-এর ধারা-১১ এর উপধারা-৩) নিম্নোক্তভাবে সংশোধনের প্রস্তাব করা হলো:

বর্তমান ধারা	সংশোধিত ধারা (প্রস্তাবিত)
৩) ক্ষেত্রমতে প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন রোধে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক WRIT PETITON NO. 8769 OF 2010-এ মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত সেল কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম, তদন্ত প্রক্রিয়া এবং প্রদত্ত সুপারিশ এই অধ্যাদেশ দ্বারা প্রভাবিত হবে না এবং কোন মতেই বাধাগ্রস্থ/বারণ করবে না। উক্ত সেল কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ শৃঙ্খলা বোর্ডে উপস্থাপনের পর প্রচলিতভাবে সিন্ডিকেট কর্তৃক কার্যকর করা যাবে এবং সে ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের কোন নিয়ম সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হবে না।	৩) ক্ষেত্রমতে প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন রোধে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক WRIT PETITON NO. 8769 OF 2010-এ মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত সেল কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম, তদন্ত প্রক্রিয়া এবং প্রদত্ত সুপারিশ এই অধ্যাদেশ দ্বারা প্রভাবিত হবে না এবং কোন মতেই বাধাগ্রস্থ/বারণ করবে না। উক্ত সেল কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ প্রচলিতভাবে সিন্ডিকেট কর্তৃক কার্যকর করা যাবে এবং সে ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের কোন নিয়ম সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হবে না।

১৫/০১/২০২২

(অধ্যাপক রাশেদা আখতা, পিএইচ.ডি)
কোষাধ্যক্ষ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২